পাথর পথিক ও নদীর গল্প

পাথর পথিক ও নদীর গল্প

শামীম রফিক

পাথর পথিক ও নদীর গল্প
শামীম রফিক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২০০ টাকা

Pathor Pothik o Nodir Golpo by Shamim Rafiq Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-2-1

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উ ৎ স র্গ

কবি ফারুক মাহমুদ

শামীম রফিক-এর প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ

১. মেঘের আড়ালে রোদের কষ্ট (১৯৯৭)
২. দ্বিতীয় জন্ম প্রথম মৃত্যুর পূর্বে (২০০৫)
৩. মা'কে লেখা শেষ চিঠি (২০১৩)
৪. নারী ও কুয়াশা মুখরিত ব্যর্থতা (২০১৫)
৫. নির্ঘুম ঘোড়া (২০১৬)
৬. পুতুলের গল্প (২০২০)
৭. অর্পার স্বপ্নগুলো (২০২০)
৮. ছোঁব না সমান্তরাল (টানা গদ্য কবিতা) (২০২০)
৯. বৃষ্টি ও ধূসর (২০২০)
১০. বিষণ্ন সময়ের গান (ভিলানেল) (২০২০)
১১. কান্নাটা ভায়োলিনের (সনেট) (২০২০)
১২. মাতালের উপকরণগুলো ঝুলিয়ে দিন (২০২০)
১৩. জল ও সমতল (হাইকু) (২০২২)
১৪. গন্তব্যের নেশা (২০২৩)
১৫. পাথর পথিক ও নদীর গল্প (২০২৪)

গল্পগ্রন্থ

১. নীরাদের প্রেম (২০১১)
২. মেয়েটি বন্ধু হতে চায় না (২০১২)
৩. গহীনে অন্ধকার (২০২০)
৪. নীলু চাচার পৃথিবী (২০২০)

গবেষণাগ্রন্থ

১. জীবনানন্দের কাব্যে নারী অন্বেষণ (২০১২)
২. সিকদার আমিনুল হক : জীবন ও কাব্য (২০১৯), পিএইচ.ডি
৩. সিকদার আমিনুল হক : প্রাসঙ্গিক পাঠ (২০২০)
৪. সিকদার আমিনুল হকের কাব্য : রূপ ও বৈচিত্র্য (২০২০)
৫. সিকদার আমিনুল হকের কাব্য : কাম প্রেম পরন্ত্রী ও যৌনতা (২০২০)
৬. সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা (২০২৩)
৭. সিকদার আমিনুল হকের কবিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব (২০২২)
৮. সনেট : রূপ ও বৈচিত্র্য (২০২০)
৯. বাংলা কবিতার রূপ ও বৈচিত্র্য (প্রকাশিতব্য)
১০. বাংলাদেশের কবিতায় মর্বিডিটি চেতনা (২০২২)

সম্পাদক

সাহিত্যের কাগজ 'অরণ্য'

ক বি তা ক্র ম

পাথর পথিক ও নদীর গল্প ৯
একান্ত প্রয়োজন ১৩
তুমি নেই বলে ১৫
কিছুটা কষ্ট, কিছুটা কষ্টের স্মৃতি ১৭
ভালোবাসা ২২
মুক্তি ২৪
ভালোবাসা কষ্ট বোঝে ২৬
জীবনের মিছিল ২৯
ইচ্ছে করে ৩১
উচ্চবিত্ত হিসেবনিকেশ ৩২
ফাগুনের ঝড় ৩৪
কেউই ছিল না ৩৬
বেদনার চেয়ে মহান কিছু নেই ৩৮
লক্ষ্মীপ্যাঁচা ৪০
অপূর্ণ গল্প আর অন্ধত্ব ৪২
প্রেম ও যুদ্ধ ৪৪
৪৬ নতুন গল্প, নতুন গান
৪৭ বৈপরীত্য
৪৯ আমার বেলা-অবেলা
৫১ কষ্টগুলো অন্ধকার
৫৪ যুক্তিতেও ভাঙে মুক্তির মিছিল
৫৭ যাবার সময় হয়ে গেলে
৬০ পরাজয়ের বিজয়
৬২ ভাঙন আর ক্ষয়
৬৫ আলোর খেলা
৬৭ ছবি আঁকি
৬৯ নির্মম গল্প
৭১ কষ্টই আজন্ম সাধনা
৭৩ আমি প্রস্তুত নই
৭৫ কবিতা মানুষের জন্য
৭৭ কষ্টকে, কষ্ট না-ও বলা যেতে পারে
৭৯ প্রেম পরাজিত হলেই সমাধান

পাথর পথিক ও নদীর গল্প

Attacking is the best defence
Defencing is the best attack

তুমি যখন পাথর হলে
আমি তখন নদী
তুমি যখন চলে গেলে
আমি তখন একা
কষ্ট করে শিখতে হলো
টুক টুক বয়ে চলা।

বিদায় নেবার
বিদায় হবার
কথাটা যদি বলতাম আমি
কী করতে তুমি?
মনে রেখো—
একটি কথায়
অবহেলে বিদায় দিলে তুমি।

মনে পড়ে?—প্রথম দিনেই
জীবন নিয়ে দায় ও দায়িত্বের কথা?

প্রথম দিনেই শেষের কথা
প্রথম দিনেই এলোমেলো
প্রথম দিনেই কাব্যজলে অমৃতালয়
প্রথম থেকেই জ্যোৎস্নামোড়া
কেমনে ভুলি—এত গহিন!
সেই গল্পটা কেমন করে পাথর হলো
সেই গল্পটা কেমন করে শুধুই নদী।

কেমন হলে, কেমন করব
কেমন করে—এত গহিন

এত পূর্ণ
স্বপ্নজলে ভাসিয়ে দিলে—
পথের নেশায়
আবার ঐ পথের খেলায়
আমি যখন দিশেহারা
আমি যখন আত্মভোলা
তোমার অনেক জ্যোৎস্না ছিল...
এখনও আমি বৃষ্টি হয়ে পাথর ভেজাই
তুমি হয়তো কঠিন পাথর
তাই তো এখন—ভীষণ কষ্ট।

তুমি যখন চলে গেলে
পালটে যাওয়া শুরু হলো
ভুলে থাকার কষ্ট নিয়ে
এখন আমার অনেক সময়
বিশাল প্রশ্ন বুকে নিয়ে
একলা একলাই ফুলে উঠি...

তোমার কথা
আমার কথা
ফুল হয়ে হেসে ওঠে
দ্বিধা যত বুকে ঘুমায়
দ্বিধাও ছিল!

বিদায় বলার ক্লান্ত বেলায়
কী ছিল তোমার মাথায়?—
চাঁদ নাকি জ্যোৎস্না
ঈশ্বর নাকি নামতা
গুণ নাকি ঘৃণা
আত্মা নাকি অঙ্ক
নাকি আত্মীয়তার বহুবিধ উপাচার
হারাবার ভয় নাকি প্রাপ্তির লোভ
কোনটা ছিল বেশি?

আমিহীন তোমার প্রাপ্তিগুলো এখন কতটা রঙিন
কতটা মুক্তির স্বাদ নিচ্ছ তুমি
কতটা হাওয়ায় ভাসছ তুমি
ভুলে গেছ—পরিণাম আর প্রতিশ্রুতি
আমি কেন এত মলিন
তুমি কেন অপ্রাপ্তিতে
এতটা আপসের কাহিনিতে তুমি—কতটা মলিন?

শুধু বাধ্যই হলে—
ঐ ইমারত
ঐ হাইনেস
ঐ সরোবর
ঐ মেনে নেওয়া
ঐ জ্যোৎস্নার চাষবাস
তুমিই করেছ সৃষ্টি
বিশ্বাস করেছিলাম, অবিশ্বাস করিনি, করব না।

পারলাম না অতটা বদলাতে
বদলানোর আরেক নাম হৃৎপিণ্ডে আগুন
সবুজের গালিচা পুড়িয়ে
ঝরঝর দিনরাত ঢেলে দেয়
যাদের জমানো আছে জ্যোৎস্না
নীল আকাশের সীমানাজুড়ে
বুক ফুলিয়ে তারাই হাঁটে।

আজকাল দেয়াল সরালেই আকাশ
ধু ধু শূন্যতা
আজকাল প্রশ্ন তোলে ধবল বক
প্রশ্নের কাছে সব তুচ্ছ
হারিয়েছে সব
হারাবার কৌশল সবার মতো নয়
অনিচ্ছায় হলেও বাণিজ্য তো অশ্লীল

বিনিময় তো ট্রাজেডি
তবুও বাঁচতে চায় কিছু কিছু মানুষ।
তুমি নেই
থাকবে না
এটাই সত্যি হয়ে গেছে
কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম রসায়নগুলো
আজও সূর্যমুখীর মতো হাঁ করে যে
স্বপ্নগোলক তৈরি করে
তাকে এক ঝটকায় এলোমেলো করে
দিয়ে আমার নিত্যকার পথচলা।

১৮.১১.২০২৩

একান্ত প্রয়োজন

এরই নাম দেশ
তুমি আমি একটি খাঁচায়
আটকে আছি বেশ।

একটা রুটিন তোমার ছিল
একটা ছিল আমার
তাই নিয়ে রোজ কাব্য
নিত্য ভাঙা গড়ার।

বিত্ত চাইনি
মুকুট চাইনি
চাইনি ভুলে যেতে
তবে আমি নিঃস্ব কেন
তোমায় ভালোবেসে
নিঃস্ব কেন, বলবে তুমি!

হয়তো মোদের
এক ছাদ আর চার দেয়ালের ঘর ছিল না
ছিল শুধু স্বপ্নের—অমৃতালয়
সম্পর্কের সব মেলা তীর
অনায়াসেই ভাসত যেথায়
ভাসা যেত
ভাসানো যেত
কিন্তু যায় না ভোলা
ভোলা যায় না কিছু!

প্রেম মানে প্রয়োজন—'তোমাকে আমার।'

ঘুণপোকার মতো ধীরে ধীরে তোমাকে
চিনিয়েছি তোমারই চোখে। বুঝিয়েছি
কতটা গভীরে আমাদের বিচরণ

কতটা গভীর তোমার সৃষ্টি
আর কতটা গভীরতা আমিই করেছি ধারণ।

'দেখা'র বদলে যদি 'দেওয়া' যেত
পুরোটা জুড়ে
ভালোই হতো
জানি তুমি নেই
থাকলে না কেন?
অতৃপ্ত ইচ্ছের কাছে
ভালোবাসা পুড়ে ছাই।
যা হয়নি
হবে না আর কোনোদিন?

স্বপ্নভাঙা একলা আমি
ধুকছি ধীরে
কথা ছিল মরণ হবে
তোমারই নরম বুকে।

ছাদ দেয়ালের সমান্তরালে
ছিল আমাদের অমৃতালয়
ছিল স্মৃতির অবারিত ভিড়
আসত যত
ভাসানো যেত
ভোলা যায় না সেসব।

একলা হাঁটি
একলা ভাসি
চুমু খাই—
পাখির হাতে
স্মৃতির গায়ে
এসব কি আর বুঝতে পারে লোকে?

২৩.১২.২০২৩

তুমি নেই বলে

তুমি নেই, থাকবে না
এটাই সত্য হয়ে গেছে।

তুমি নেই বলে
আবার অশেষ নীরবতা
বিনাশ চারদিকে।

তুমি নেই বলে
ছড়ানো সকল স্মৃতি
স্থির হয়ে গেছে অসহায়ত্বে।

তুমি নেই বলে
সেই কাঠবিড়ালীটা
দৌড়ে পালায় না আর ফিরে ফিরে।

তুমি নেই বলে
বাগানে ফোটেনি ফুল
এত ভুল কোথা থেকে আসে?

তুমি নেই বলে
ভুলেছি ফুল আর গাছেদের নাম
নানান অবাধ্যতার ভিড়ে।

তুমি নেই বলে
বিশ্বাস ফিরেছে সলাজে
দুপুর উপত্যকার সোনালিতে।

তুমি নেই বলে
গ্যালারির উঁচু দেয়ালের অন্ধকারে
আর বাজে না পায়েলের ঝুমঝুম।

তুমি নেই বলে
জলের ওপর হেলে পড়া গাছটা
আর উঠে দাঁড়াবে না কোনোকালে।

তুমি নেই বলে
পুকুরের শান বাঁধানো ঘাটে
দুপুর ঘুমাবে না আর কস্মিনকালে।

তুমি নেই বলে
চর্যাপদ থেকে ছন্দেরা
ফেরেনি নিরিবিলি আড্ডা হয়ে।

তুমি নেই বলে
কষ্টেরা কিলবিল
বুঝবে না—চারদিকে।

তুমি নেই বলে
সারাক্ষণ বিষাদ
ঘিরে নাচে অন্ধকার।

তুমি নেই বলে
কথা থাকলেও
জাদুর কাঠি আর হব না—কোনোকালে।

তুমি নেই বলে
দ্রুত প্রস্তুতি
চলে যাব সব ফেলে।

২৮.১২.২০২৩